বাংলাদেশী অভিবাসী মহিলা শ্রমিক এসোসিয়েশন (বমসা)
আঞ্জুমান ভবন ১৩২(৪র্থ তলা), দারুসসালাম টাওয়ার, মিরপুর রোড, কল্যানপুর, ঢাকা-১২১৬

জেন্ডার সমতা নীতি, ২০১৮

জুলাই ২০১৮

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশী অভিবাসী মহিলা শ্রমিক এসোসিয়েশন (বমসা) এর লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশী অভিবাসী মহিলা শ্রমিকদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একত্রিত বা সংগঠিত করা। এই সংগঠিনটি মহিলা অভিবাসীদের দ্বারা গঠিত এবং পরিচালিত। বমসা ১৯৯৮ সাল থেকে মহিলা অভিবাসীদের অধিকার রক্ষার জন্য দেশে ও দেশের বাইরে কাজ করে আসছে। এক সময় এই সংগঠনটি ছিল বাংলাদেশের একমাত্র অভিবাসী মহিলা শ্রমিকদের উন্নয়ন সহযোগী সংগঠন। বাংলাদেশের অভিবাসী মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নে বমসা বাংলাদেশের ১৬টি জেলায় তাদের কর্মের পরিধি বিস্তৃত করেছে। দেশে এবং বিদেশে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যোগ্যতার অভাব, প্রতারনা, নিপীড়ন, নির্যাতন ইত্যাদি নানাবিধ কারণে অভিবাসী মহিলারা দিশেহারা এমনকি দেশে ফিরে আসার পরেও তারা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়ে থাকেন। বমসা এই অভিবাসী মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নে বদ্ধ পরিকর। বমসা বিশ্বাস করে বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা, চাকুরির নিয়োগদাতা, রিক্রুটিং এজেন্ট, বিভিন্ন এনজিও, এবং স্থানীয় ধনী ও প্রভাবশালী শ্রেণীর সম্মিলিত উদ্যোগে এই সমস্যার সার্বিক সমাধান পাওয়া সম্ভব। বমসা শুধুমাত্র অভিবাসী মহিলা শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কাজ করে। বমসা তার কর্মস্থলের অভ্যন্তরে নারী অধিকার এবং নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এ জেন্ডার সমতা নীতিমালা প্রণয়ন করে।

ক) নীতিমালার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং বিবৃতি

বাংলাদেশী অভিবাসী মহিলা শ্রমিক এসোসিয়েশন (বমসা) জাতি গঠনে নারীর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে। এই নীতিমালা ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের বেইজিং Platform for Action এর ৪১ অনুচ্ছেদ মতে মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের শর্ত হল নারী পুরুষের সমতা অর্জন। বমসা তার নিজস্ব সংস্থায় নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থার বর্তমান মানব সম্পদ পলিসি, রেগুলেশন, এবং অন্যান্য নীতিমালা সমূহের আলোকে নারী-পুরুষ সমতা অর্জনের লক্ষ্যে একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা হিসেবে এই জেন্ডার সমতা নীতি প্রণীত হয়।

খ) নীতিমালার উদ্দেশ্যঃ

- বমসার সকল পর্যায়ে এবং কার্যক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের পুরুষের সাথে সমভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা;
- নারী এবং কিশোরীরা তাদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে যেন কোনভাবেই বৈষম্যের কারণে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করা;
- বমসায় যারা নারী-পুরুষ সমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে তাদের দক্ষতা, সামর্থ্য এবং সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা;
- বমসার সকল কমিটির সদস্য, সকল কর্মী, সিবিও এর সদস্য, পিয়ার লিডার এবং অন্যদের জেন্ডার বিষয়ে শিক্ষা ও উৎসাহ প্রদান করা যেন তারা তাদের সমাজে/সম্প্রদায়ে নারীপুরুষ সমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করতে পারে;
- জেন্ডার বিষয় এবং সংবেদনশীলতাকে প্রাধান্য দিয়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে দীর্ঘমেয়াদী পারস্পরিক অংশীদারিত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দেয়া।

খ) প্রধান দিক নির্দেশাবলী

বমসার জেন্ডার সমতা নীতির মূল দিক নির্দেশাবলী হবে নিম্নরূপঃ

- নারী পুরুষ সমতা অর্জন একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়া যার জন্য প্রয়োজন নেতৃত্ব, প্রতিশ্রুতি এবং সম্পদ;
- বমসার সকল নীতিমালা এবং কার্যক্রমের একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে এ নীতিমালার মূল বিবেচ্য বিষয় নারী পুরুষ সমতা অর্জনকে গণ্য করতে হবে;
- নারীপুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য বমসার প্রতিশ্রুতি সফলতার সাথে বাস্তবায়নে নেতৃত্ব প্রদান করার ক্ষেত্রে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট চুড়ান্তভাবে দায়িত্ব পালন করবেন, এ ক্ষেত্রে জেন্ডার ফোকাস গ্রুপেরও কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব আছে, সর্বোপরি বমসায় কর্মরত সকলেই এ লক্ষ্যে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন।

গ) নারী পুরুষ সমতা অর্জনের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপসমূহ

সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রমের ক্ষেত্রেঃ

১. এই নীতি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জেনারেল সেক্রেটারী এবং চেয়্যারম্যানকে জেন্ডার বিষয়ে পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান করার জন্য বমসায় একটি জেন্ডার ফোকাস কমিটি গঠন করা হবে । এই কমিটির দায়িত্ব হবে নারী পুরুষ সমতা অর্জনের কাজ

সমন্বয়করণ। যেমন, কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময় মনিটর করা, জেন্ডার বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং নারী কর্মীদের অগ্রগতির জন্য কিছু বিশেষ সুযোগ চিহ্নিত করা। এই কমিটি জেন্ডার বিষয়ক যে কোন সমস্যা এবং প্রয়োজনীয়তা (যেমন জেন্ডার নীতিমালা প্রস্তুত করা, যৌন নির্যাতন নিরোধক নীতিমালা প্রস্তুত করা ইত্যাদি) সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সংস্থার কার্যক্রমে নারীদের ক্ষমতায়নের নারী পুরুষের বৈষম্যমূলক সম্পর্কের পরিবর্তনে সংস্থার ভূমিকা মূল্যায়ন, অন্যান্য সংস্থার সাথে কাজের সমন্বয় সাধন, সংস্থার অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং সংস্থার সকল কর্মীদের জন্য জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা ও এ জেন্ডার ফোকাস কমিটির দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত।

২. এই নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্ব এককভাবে জেন্ডার ফোকাস কমিটির নয়; এ দায়িত্ব বমসায় যারা কাজ করছেন তাদের সবার।

সংস্থার সার্বিক অবস্থার ক্ষেত্রে

৩. যেহেতু বমসা নারী অভিবাসী শ্রমিকগণ গঠন করেছেন সেহেতু এ সংস্থার জেনারেল ও কার্যকরী কমিটির সকল সদস্য হবে নারী, যা পরিবর্তনীয় নয়। এ দুটি কমিটি ব্যতিত সংস্থায় লোকবলের নারীপুরুষ ভারসাম্যের দীর্ঘমেয়াদী (পাঁচ বৎসরের) লক্ষ্য অর্জনে বমসা ২০২২ সাল পর্যন্ত নারীপুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠা কল্পে নিম্নলিখিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এই লক্ষ্যমাত্রা প্রত্যাশিত তহবিল ও প্রত্যাশিত শূন্যপদের উপর নির্ভর করে নির্ধারণ করা হয়েছে যা স্বাভাবিকভাবে হবে:

- বমসার ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের ক্ষেত্রে :
  - বমসার জেনারেল ও নির্বাহী কমিটির সকল সদস্য হবে নারী (১০০%)
  - উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের মধ্যে নারী পুরুষের আনুপাতিক হার হবে সমান ১:১ (মহিলা:পুরুষ)। বর্তমানে এই আনুপাতিক হার হল ২:৩ (মহিলা:পুরুষ)।
  - জেএমসি কমিটির সদস্যদের মধ্যে নারী পুরুষের আনুপাতিক হার হবে সমান ১:১ (মহিলা:পুরুষ)। বর্তমানে তিনটি জেএমসি কমিটির এই আনুপাতিক হার হল ১১:১৬ (মহিলা:পুরুষ)।
  - উর্ধ্বতন কর্মকর্তা (পরিচালক(প্রোগ্রাম), সমন্বয়কারী(প্রোগ্রাম), ফিন্যান্স ম্যানেজার এর নারী পুরুষের আনুপাতিক হার হবে সমান ১:১ (মহিলা:পুরুষ)। বর্তমানে এই আনুপাতিক হার হল: ৫:০ (মহিলা:পুরুষ) একটি পদ শূন্য।
  - মধ্যবর্তী স্টাফদের ক্ষেত্রে (ফিন্যান্স অফিসার, রিসার্চ ও লানিং অফিসার, ট্রেইনার, ফিল্ড অফিসার-যশোর কালিয়া) বমসার উদ্দেশ্য আনুপাতিক হারের ভারসাম্য বজায় রাখা। বর্তমানে এই হার হল ৪:১ (মহিলা:পুরুষ)।
  - সাপোর্টিং স্টাফদের ক্ষেত্রের বমসার উদ্দেশ্য হল আনুপাতিক হারের ভারসাম্য রাখা। এর বর্তমান চিত্র হল ৩:০ (মহিলা:পুরুষ)।

৪. কর্মক্ষেত্রের গুনগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বমসা ২০১৮-২০২২ সালে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেবে এবং সময়সীমা (Dead line) উল্লেখ করে একটি একশন প্লান প্রস্তুত করবে:

- বমসা জেন্ডার নীতিমালা প্রস্তুত করবে। এ নীতিমালা প্রস্তুত হবার পূর্ব পর্যন্ত জেন্ডার সমতা নীতিমালা অনুসরন করা হবে;
- বমসা জেন্ডার বিষয়টি মনিটর করার জন্য একটি জেন্ডার কমিটি গঠন করবে;
- বমসা যৌন হয়রানী নিরোধক নীতিমালা প্রস্তুত করবে;
- বমসা যৌন হয়রানী বিষয়টি মনিটর করার জন্য একটি যৌন হয়রানী নিরোধক কমিটি গঠন করবে;
- বমসার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য জেন্ডার ও যৌন হয়রানী বিষয়ে প্রশিক্ষণ-এর আয়োজন করবে;
- নতুন চাকরীতে যোগদানকারীদের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে জেন্ডার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করবে;
- ক্ষেত্রবিশেষে মহিলা কর্মকর্তাদের নিরাপত্তার জন্য বমসা কিছু দিক নির্দেশনাবলী প্রস্তুত করবে;
- বমসা Child Protection Policy প্রস্তুত করবে।

৬. মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং ধারণের ক্ষেত্রে অচিরেই নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবেঃ

- যখন একটি শূন্য পদে পুরুষ এবং মহিলা প্রার্থী কেউই উল্লেখিত যোগ্যতা পূরণ করতে পারবে না সে ক্ষেত্রে বমসা সক্রিয়ভাবে হেড হান্টিং এর মাধ্যমে সম্ভাবনাময় মহিলা প্রার্থীকে খুঁজে বের করবে;
- সকল চাকুরীর বিজ্ঞাপনে ''মহিলা প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে'' বিষয়টি উল্লেখ থাকবে;
- চাহিদা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য প্রার্থী ছাড়াও মহিলাদের মধ্যে যাদের বমসার চাহিদা অনুযায়ী সব যোগ্যতা নেই অথচ অভিজ্ঞতা আছে তাদেরও ইন্টারভিউর জন্য ডাকতে পারবে;

- যদি এ ধরনের মহিলা প্রার্থী কৃতকার্য হন তবে তাকে নিয়োগ প্রদান করা যাবে;
- এছাড়াও যদি পুরুষ প্রার্থীর চেয়ে মহিলা প্রার্থীর যোগ্যতা অপেক্ষাকৃত কিছুটা কম থাকে তাকেও উল্লেখিত পদে নিয়োগ প্রদান করা যাবে;
- ক্ষেত্র বিশেষে শুন্য পদে যদি পুরুষ এবং মহিলা প্রার্থী উভয়ই যোগ্য বলে প্রমাণিত হয় তবে নিয়োগের সময় প্রথমেই মহিলা প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদান করা হবে;
- বমসাকে এমন একটি মূল্যায়ন পদ্ধতি তৈরী করতে হবে যার দ্বারা কর্মীরা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন তাদের দ্বারা সম্পাদিত কোন কাজটি ভাল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নতি প্রয়োজন;
- কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে পুরুষের থেকে মহিলারা অগ্রাধিকার পাবে।

কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে

৭. মহিলাদের ন্যায়বিচার লাভের সুযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে:

- বমসা তার সুবিধাভোগী, তাদের পরিবারের এবং তাদের সম্প্রদায়কে আইনগত অধিকার ও দায়িত্ব এবং নারীপুরুষ সমতার প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধার বিষয়ে সচেতন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। এ ধরনের কাজের মাধ্যমে তাদের সমাজ বা সম্প্রদায়ে নারীপুরুষ সমতা উন্নয়নে একত্রে কাজ করার জন্য বমসা উৎসাহ ব্যঞ্জক ভুমিকা পালন করতে পারবে বলে আশা রাখে। অভিবাসীদের তাদের অধিকার ও আইনের বাধ্যবাধকতা বিষয়ে অবগত করার মাধ্যমে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন হবে বলে বমসা আশা রাখে এবং একই সাথে নারী অভিবাসীদের বিরুদ্ধে সমাজে প্রচলিত নেতিবাচক ধারনার পরিবর্তন হবে। যেমন, অভিবাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর মতামত, রেমিট্যান্সের সঠিক ব্যবহার, দেশে বিদেশে অভিবাসী নারীর নিরাপত্তা ও সন্মান প্রদর্শন, প্রতারণা মুক্ত করা, নির্যাতন মুক্ত করা, নেতিবাচক ধারনা পরিহার, নারীর ক্ষমতায়ন এবং বিশেষ করে নিরাপদ অভিবাসনে আইনের বাধ্যবাধকতা বিষয়ে স্বচ্ছ ধারনা হলেই এ ধরনের সমস্যা হ্রাস পাবে।
- উন্নয়নমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত যে সকল সংস্থা জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়কে মোকাবেলার উদ্দেশ্যে কাজ করে তাদের সাথে বমসার যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

ঘ. জবাবদিহিতা

বমসার সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট জবাবদিহিতার লক্ষ্যে এই নীতিমালাটি বমসার কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং পরিচালনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করবেন। যার সাথে প্রত্যেকের দায়িত্ব সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একটি পত্র সংযুক্ত থাকবে। বমসার কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে আছেন তারা এই নীতিমালা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তাদের নিজ নিজ বিভাগে মহিলাদের উন্নতির লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। প্রত্যেক কর্মকর্তার কাজের মূল্যায়ন জেন্ডার সমতা নীতিমালা বাস্তবায়ন ও মহিলাদের প্রগতির লক্ষ্যে করা হবে।

ঙ. নীতিমালার কার্যকারিতা

এ নীতিমালার কার্যকারিতা বমসার কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনের উপর নির্ভর করবে।

চ. নীতিমালার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন

এ নীতিমালার পরিবর্তন এবং সংশোধনের ক্ষমতা বমসার কার্যনির্বাহী কমিটির হাতে ন্যাস্ত থাকবে।

অনুমোদন : জুলাই ২০১৮